بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৩৯-০৮/২৪ | বৃহস্পতিবার, ২৪ শা'বান, ১৪৩৯ হিজরী | ১০/০৫/২০১৮ ইং

## প্রেস বিজ্ঞপ্তি

### ও.আই.সি ঢাকা সম্মেলন: ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক গণতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বাস্তবায়ন রেখে টেকসই শান্তি, সংহতি এবং উন্নয়নে ইসলামী মূল্যবোধের কথা বলা স্পষ্টতই একটি প্রতারণা

৫-৬ মে, ২০১৮, ঢাকায় অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কোঅপারেশনের (ও.আই.সি.) সদস্য রাষ্ট্রসমূহের পররাষ্ট্র মন্ত্রীপরিষদ (সি.এফ.এম)-এর ৪৫তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য ছিল: "টেকসই শান্তি, সংহতি এবং উন্নয়নে ইসলামী মূল্যবোধ"। "আল-কুদসে'র স্বাধীনতা এবং রোহিঙ্গা মুসলিম উপর পরিকল্পিত নৃশংসতার বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশের" উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে সর্বমোট ৩৯টি দফা ঘোষণার মাধ্যমে সম্মেলনটি সমাপ্ত হয়।

এতে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কিছু নেই যে, সম্মেলনের এই ঘোষণাসমূহ শুধুমাত্র অকার্যকর কিছু ফাঁকা প্রতিশ্রুতি ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এবারও সম্মেলনের দালাল নেতৃবৃন্দরা ফিলিস্তিন ও রোহিঙ্গা সংকটের বিষয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিষ্ঠান জাতিসংঘের প্রস্তাবনাকে নির্লজ্জভাবে মেনে নেয়ার ঘোষণা দিয়েছে। কারণ, বাস্তবতা হচ্ছে ও.আই.সি'র সকল "নেতৃবৃন্দই" কাফির সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের আজ্ঞাবাহী দাস, আর এই "নেতৃবৃন্দ" প্রতিনিয়ত নির্লজ্জভাবে উম্মাহ্'কে তাদের প্রভুদের উপর আস্থা রাখার আহ্বান জানায়। তাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে কুফর সংস্থা জাতিসংঘ কর্তৃক প্রস্তাবিত অকার্যকর সমাধানসমূহ বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা যা বিশ্বজুড়ে নিরপরাধ মুসলিমদের হত্যাকান্ডকে বৈধতা প্রদান করে এবং পশ্চিমা উপনিবেশবাদী শক্তিসমূহকে মুসলিম উম্মাহ্'র সম্পদ লুণ্ঠনের সুযোগ দান করে! আরাকান ও ফিলিস্তিনের নির্যাতিত মুসলিমদের পবিত্রতা ও জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মতো যথেষ্ট শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ও.আই.সি. সবসময়ই যুক্তরাষ্ট্র ও ইসলামের অন্যান্য শত্রু কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত জাতিসংঘের তাবেদার অঙ্গসংগঠন হিসেবে কাফির সাম্রাজ্যবাদীদের ঘৃণ্য উদ্দেশ্যসমূহ হাসিলে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে আসছে, এবং এর মাধ্যমে ও.আই.সি. উম্মাহ্'র সাথে বিশ্বাসঘাতকতায় তার ধারাবাহিক চরিত্র অক্ষুন্ন রেখেছে। ও.আই.সি'র বিগত ৪০ বছরের কার্যক্রম বিশ্লেষণ করলে কোন বিচক্ষণ ব্যক্তিই ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার বিষয়ে এবং রোহিঙ্গাদের দুঃখ-দুর্দশা বন্ধে ও.আই.সি'র উপর নির্ভর করবে না। ঢাকা সম্মেলনে ও.আই.সি. নেতৃবৃন্দ অবৈধ ইসরাইলী দখলদারিত্বের সমালোচনা করেছে, কিন্তু জাতিসংঘের সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পশ্চিমাদের অবৈধ সন্তান ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইলের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেয়ার মাধ্যমে তারা তাদের দ্বৈত-চরিত্রের প্রমাণ দিয়েছে, যদিওবা এই অবৈধ রাষ্ট্রের জন্মের পর থেকেই জাতিসংঘ সেটাকে সুরক্ষা দিয়ে আসছে। ইতিহাস সাক্ষী যে, মুসলিমদের কল্যাণের বিষয়ে জাতিসংঘ কখনও ন্যূনতম পদক্ষেপও গ্রহণ করেনি, এতদসত্ত্বেও ও.আই.সি. মুসলিমদেরকে জাতিসংঘের উপর আস্থা রাখার আহ্বান জানিয়েছে এবং সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে জাতিসংঘের প্রস্তাবিত সমাধানে অটল থাকার উপর গুরুত্বারোপ করেছে, যদিওবা আরাকানের মুসলিমদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য জাতিসংঘের পক্ষ থেকে কোন ধরনের আন্তরিক হস্তক্ষেপ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। তাছাড়া, ও.আই.সি নেতৃবৃন্দ কর্তৃক 'জাতিসংঘ-ও.আই.সি.' সহযোগীতার উপর জোর দেয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলিম ভূ-খন্ডসমূহে পশ্চিমা উপনিবেশবাদীদের স্বার্থ রক্ষা করা এবং তাদের কুৎসিত চেহারাকে আড়াল করা। এই সম্মেলনে হাসিনা সরকার কর্তৃক ও.আই.সি'র সংস্কার কাজে পর্যবেক্ষক হিসেবে ভারতকে অন্তর্ভূক্তির প্রস্তাব মুসলিম দেশগুলোর উপর মুশরিক শত্রুরাষ্ট্র ভারতের আধিপত্যকে ডেকে আনার নব্য চক্রান্ত পরিলক্ষিত হয়েছে, ঠিক যেভাবে মার্কিনীরা ভারতের সাথে তার মিত্রতাকে শক্তিশালী করতে আফগানিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ভারতকে স্বার্থ হাসিলের সুযোগ করে দিচ্ছে। এই বিষয়ে মার্কিন দালাল পাকিস্তান সরকারের আপত্তিতেও প্রতারিত হওয়ার কিছু নেই, কারণ সে আফগানিস্তানে মার্কিন আধিপত্য প্রতিষ্ঠা এবং ভারতীয় স্বার্থ হাসিলের সুযোগ করে দিয়েছে।

হে মুসলিমগণ, যারা দৃষ্টি এবং অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন; সতর্ক হোন! **হিযবুত তাহ্‌রীর** পুনঃরায় এই বিষয়টি আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চায় যে, ও.আই.সি. সবসময়ই মুসলিমদের চিন্তা ও মনোযোগ ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিল, আছে এবং থাকবে, যাতে আমরা মুসলিমরা কখনও একটি একক রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করতে না পারি যা প্রকৃতপক্ষে আমাদের ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম। কারণ, মুসলিমদের জন্য একাধিক রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধীনে তথা শাসক কিংবা রাষ্ট্রের অধীনে বিভক্ত থাকা বৈধ নয়, এই বিষয়ে আমাদের প্রাণপ্রিয় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন: **"যদি দুইজন খলিফার জন্য আনুগত্যের শপথ (বাই'য়াত) নেয়া হয় তবে পরের জনকে হত্যা কর।"** [সহীহ্ মুসলিম] যা মুলতঃ মুসলিমদের একক নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রের অধীনে ঐক্যবদ্ধ থাকার আদেশ দেয়।

ঢাকা সম্মেলনের মূল উপজীব্য বিষয় ছিল, "টেকসই শান্তি, সংহতি এবং উন্নয়নে ইসলামী মূল্যবোধ", কিন্তু আমরা জানি যতক্ষন পর্যন্ত না আমরা সামগ্রিকভাবে ইসলামী শাসনব্যবস্থা বাস্তবায়নে সক্ষম হবো, ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামী মূল্যবোধসমূহ উচ্চে তুলে ধরা সম্ভব হবে না। এইসব দালাল শাসকদের কর্তৃক একদিকে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক পুঁজিবাদ ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আঁকড়ে ধরে রাখা এবং অন্যদিকে ইসলামের মূল্যবোধের কথা বলা পরিষ্কারভাবেই উম্মাহ্'র সাথে প্রতারণার শামিল। ইতিমধ্যে এটা দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, মুসলিমদের বর্তমান সমস্যাসমূহের মূল কারণ হচ্ছে ইসলামের একক শাসনব্যবস্থা তথা খিলাফতের অনুপস্থিতি, যা বিশ্বের যেকোন প্রান্তের মুসলিমদের নিরাপত্তা বিধানে সক্ষম। আর, ও.আই.সি'র একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন জাতিরাষ্ট্রের ব্যানারে উম্মাহ্'কে বিভক্ত রাখার পশ্চিমা ষড়যন্ত্রকে কার্যকরভাবে অব্যাহত রাখা। সুতরাং, কাফির পশ্চিমাবিশ্ব সবসময়ই রাজনৈতিক ইসলামের উত্থানকে দমন করতে এবং মুসলিমদেরকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র রহমতের ছায়া খিলাফতের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হওয়া থেকে বিরত রাখতে ও.আই.সি.-কে ব্যবহার করবে। সত্যিকারের টেকসই শান্তি ও উন্নয়ন কখনই এসব দালাল শাসকগোষ্ঠী দ্বারা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়, যারা ইসলামের নামে কেবলমাত্র পশ্চিমাদের ধ্যান-ধারণাকে প্রচার এবং প্রসারে লিপ্ত; কেবলমাত্র দ্বিতীয় খিলাফতে রাশিদাহ্'র আন্তরিক ও সাহসী অভিভাবকত্ব ও নেতৃত্বই ইসলামের বিধান অনুযায়ী উম্মাহ্'র বিষয়াদি তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে তা নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে।

**"খলিফা পৃথিবীতে আল্লাহ্'র ছায়া, সুতরাং যে তাকে সম্মান করবে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাকে সম্মানিত করবেন, এবং যে তাকে অবজ্ঞা করবে আল্লাহ্ তাকে অবজ্ঞা করবেন।"** [আল-বাইহাকি]

**হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ**